কিংডম অব সোলায়মান

শাহরিয়ার বাহরানি

মূল ফারসি থেকে অনুবাদ

মুমিত আল রশিদ

ঐতিহ্য

উৎসর্গ

আহমেদ প্রান্ত

যে তরুণ সব সময় আমাকে আনন্দে
রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে এবং
আমাকে নিঃস্বার্থ ভালোবাসে ।

অনুবাদকের কথা

বিশ্ব জনমত ও দর্শক জনপ্রিয়তা বিচারে আমরা বলতে পারি, এই মুহূর্তে ধর্মীয় মতবাদ ও আধ্যাত্মিকতার মিশ্রণে চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে ইরান সবচাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে। ইরানের ইসলামি বিপ্লবের পর ধর্মীয় মতবাদ ও যুদ্ধ—এ দুটি উপাদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তুর পরিবর্তন হিসেবে ইরানের সিনেমার ধারা পরিবর্তন করেছে।

আশির দশকে পরিচালক ফারিবোর্জ সালেহ প্রথম নির্মাণ করেন বিশ্বব্যাপী ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের হৃদয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী চলচ্চিত্র 'সাফির' (Safir, ১৯৮২ খ্রি.)। ইসলামের ইতিহাসে সাড়াজাগানো এ চলচ্চিত্রের কাহিনিটি ছিল, হজরত ইমাম হুসাইন (রা.)-এর প্রতিনিধি কুফায় গমন করেন। বলা হয়ে থাকে, এ চলচ্চিত্রটির মাধ্যমে ইরানি চলচ্চিত্র আশুরা ও কারবালার পটভূমি নিয়ে সিনেমা নির্মাণের পথ প্রশস্ত করে। পরিচালক ফারিবোর্জ ধর্মীয় ইতিহাসকেন্দ্রিক এ আঙিনায় নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করেন এবং অর্জনের পাশাপাশি একটি নতুন দিগন্তের সূচনা করেন। পরবর্তীতে শাহরিয়ার বাহরানি নবি-রাসুলদের জীবন ও কর্ম নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণে দক্ষতার পরিচয় দেন। ধর্মীয় ইতিহাস নিয়ে সিনেমা নির্মাণ করতে হলে বিশদ পড়াশোনার দরকার। বিশেষ করে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি, সমকালীন ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট-কেন্দ্রিক সঠিক ইতিহাস তুলে ধরা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য বিষয়। ধর্মীয় ইতিহাসকেন্দ্রিক সিনেমাগুলোতে সিকুয়েন্স নির্মাণে যথেষ্ট সতর্ক থাকতে হয়। এ ক্ষেত্রে বাহরানি নিঃসন্দেহে সফল পরিচালক হিসেবে নিজেকে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। আশা করছি কিংডম অব সোলায়মান (মুলকে

সোলায়মান) চলচ্চিত্রটির সংলাপ পাঠ করে বিজ্ঞ পাঠক সিনেমাটি দেখার আনন্দ আরও বহুগুণে উপভোগ করবেন। পাঠকদের জন্য সিনেমাটি পুস্তক আকারে তুলে ধরার ক্ষেত্রে প্রিয় কবি পিয়াস মজিদের বারবার তাগাদা ও বন্ধুত্বপূর্ণ ইচ্ছা আমাকে প্রবলভাবে উদ্দীপ্ত করেছে। প্রতিটি অনুবাদ অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় বিন্যাসে সহযোগিতা করায় প্রথম আলোর ফিচার লেখক স্নেহাস্পদ কবীর হোসাইনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ধ্রুব এষ দাদা, আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা জানাচ্ছি অসাধারণ একটি প্রচ্ছদের জন্য। নতুন এই পথচলায় সহযোগিতার জন্য *ঐতিহ্য* প্রকাশনা সংস্থাও প্রশংসার দাবি রাখে।

মুমিত আল রশিদ
ডিসেম্বর ২০২৩

শাহরিয়ার বাহরানি ও তাঁর
কিংডম অব সোলায়মান

ইরানের ধর্মীয় বিষয়ভিত্তিক সিনেমার অনন্য কারিগর শাহরিয়ার বাহরানি; যিনি একাধারে পরিচালক, চলচ্চিত্র সম্পাদনাকারী, সিনেমা ও টেলিভিশন স্ক্রিপ্ট লেখক। তিনি ১৯৫১ সালে তেহরানে জন্মগ্রহণ করেন। লন্ডনের সিনেমা স্কুল থেকে অ্যানিমেশন বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁর এখন পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী সমাদৃত টেলিভিশন সিরিয়াল হচ্ছে 'মরিয়ম মোকাদ্দাস' (বিবি মরিয়ম, ইতিমধ্যে আমার অনুবাদে এ দেশের দর্শক উপভোগ করেছেন) এবং চলচ্চিত্র হচ্ছে 'মুলকে সোলায়মান' (২০০৮ খ্রি.)। এই প্রথিতযশা পরিচালক 'পারচামদার' (Flag Bearer, ১৯৮৪ খ্রি.) সিনেমা দিয়ে নিজের না-বলা কথাগুলো বলার যাত্রা শুরু করেন। এই চলচ্চিত্রটি বাহরানির অভিজ্ঞতালাভের বড় সুযোগ হিসেবে দেখা হয়। ২০০০ সালে শাহরিয়ার বাহরানি সিনেমা ও টেলিভিশন জগতে গুরুত্বপূর্ণ নির্মাণ দ্বারা নিজের উপস্থিতি প্রমাণ করতে পেরেছিলেন। এ সময় তিনি ২টি সিনেমা ও সিরিয়াল নির্মাণ করে নিজের শৈল্পিক উপস্থিতি প্রমাণ করেন। প্রথমে তিনি নির্মাণ করেন 'মরিয়ম

মোকাদ্দাস’ নামে একটি ফিচার ফিল্ম। পরবর্তীকালে এর বিশাল জনপ্রিয় সিরিয়ালে রূপান্তর করেন। বলা হয়ে থাকে, এটি তাঁর সর্বোৎকৃষ্ট কাজ। এরপর তিনি নির্মাণ করেন হলিউডি অ্যাকশন ঘরানার অনবদ্য সিনেমা ‘মুলকে সোলায়মান’ (Kingdom of Solayman, ২০০৮ খ্রি.)। যেখানে অভিনয় করে আমিন জেন্দেগানি, জ্বালেহ আলাভ, মাহমুদ পাক নিয়্যাত ও হুসাইন মাহজুবের মতো অসাধারণ সব অভিনেতা। এই চলচ্চিত্রটির জন্য ২৮তম ফজর চলচ্চিত্র উৎসবে শাহরিয়ার বাহরানি সি-মোরগ ব্লুরিন পুরস্কারে সেরা পরিচালক ক্যাটাগরিতে মনোনয়ন পান।

বাহরানি একাধারে লেখক, চিত্র সম্পাদনাকারী, অভিনেতা হিসেবে যথেষ্ট সুনাম কুড়িয়েছেন। তাঁর অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সিনেমা হচ্ছে ‘অফতাবে নিমে শাব’ (Midnight Sun, ২০২০ খ্রি.), ‘দুনিয়ায়ে ভারুনে’ (Inverted World, ১৯৯৭ খ্রি.), ‘হামলে বে এচ ছে’ (১৯৯৪ খ্রি.), ‘মান্তেক্বে মামনু?’ (১৯৯৪ খ্রি.), ‘হারা’ছ (Fright, ১৯৮৭ খ্রি.), ‘গোজারগাহ’ (The Passage, ১৯৮৬ খ্রি.)। এ ছাড়া তাঁর অনন্যসাধারণ অভিনয়ের উদাহরণ হচ্ছে ‘বাশগাহে ছেররি’ (Secret Club, ১৯৯৮ খ্রি.) ও ‘লাক পোশ্‌ত’ (Tortoise, ১৯৯৬ খ্রি.) ও ‘অব রা গেল নাকোনিদ’ (Not Muddle the Water, ১৯৮৯ খ্রি.)। শাহরিয়ার বাহরানি এমন কিছু কাজের চিত্রবিন্যাসে যুক্ত ছিলেন, যা সমগ্র বিশ্ববাসী উপভোগ করেছে। যেমন ‘ইউসুফ-জুলেখা’ ও ‘মরিয়ম মোকাদ্দাস’ সিনেমা, ‘আসহাবে কাহাফ’ সিরিয়াল অন্যতম। বাহরানি প্রকৃতপক্ষে মূল্যবান কিছু কাজ দর্শকদের জন্য উপহার দিয়েছেন, যা ভবিষ্যতে তাঁর বায়োগ্রাফিতে সংযুক্ত হবে।

‘কিংডম অব সোলায়মান’ চলচ্চিত্রে মূলত হজরত দাউদ (আ.)-এর পুত্র হজরত সোলায়মান (আ.)-এর বাদশাহি শুরুর প্রথম দিককার ঘটনাগুলো চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিমায় তুলে ধরা হয়েছে। তিনি তাঁর পিতার ন্যায় খোদার পক্ষ থেকে নবুয়াতপ্রাপ্ত হন। একদা তাঁর অনুসারীদের আদেশ করেন যে, তারা যেন ফসল তোলা শুরু করে। কিন্তু সোলায়মান একটি দুঃস্বপ্ন দেখে বিচলিত হন। দুঃস্বপ্নটি হলো, তিনি মৃত অবস্থায় বাদশাহি সিংহাসনে পড়ে আছেন। এ কারণে তিনি মহান প্রভুর নিকট প্রার্থনা করেন যেন তাঁকে বাদশাহি দেওয়া হয়। এমন বাদশাহি, যা পৃথিবীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কেউ পায়নি। সোলায়মান নবি বুঝতে পারলেন রাজ্যে জিন ও শয়তানরা মিলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। এজন্য তিনি বনি ইসরাইল ও তাদের পুরোহিতদের কাছে সাহায্য চাইলেন, যেন তিনি জিন ও শয়তানের বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে পারেন। কিন্তু পুরোহিত প্রধান ইয়াজার তাঁকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করল এবং সোলায়মানকে অপরিপক্ব ঘোষণা দিয়ে ইহুদি জাতির নিকট অপদস্থ করল। সোলায়মান নবি এ আচরণে মনঃক্ষুণ্ন হয়ে সাধারণ মানুষের নিকট সাহায্য চাইলেন। কিন্তু পুরোহিত ইয়াজার সাহায্য না করার জন্য ইহুদি গোষ্ঠীর বিভিন্ন গোত্রকে কঠোরভাবে নিষেধ করে দিলেন। সোলায়মান নবি তাঁর ভাই, আদুনিয়া ও কিছুসংখ্যক অনুসারীকে সৈন্য সংগ্রহের জন্য জেরুজালেম থেকে অন্যান্য শহরে পাঠালেন। আরিহা এলাকায় জিনেরা দল বেঁধে কিছুসংখ্যক মানুষের ওপরে হামলা চালায়। এই হামলার ফলে এই এলাকাসহ রাজ্যের বিভিন্ন অংশে গোলযোগ সৃষ্টি হয়। আদুনিয়া তাঁর ভক্ত-অনুসারীদের সাহায্যে এসব জিনকে বন্দি করেন। সোলায়মান নবি জেরুজালেম শহর

ছেড়ে আরিহা এলাকায় গমন করেন, সেখানে গিয়ে বুঝতে পারেন যে কত বড় বাধার প্রাচীর তাঁর সামনে রয়েছে! ওই সময় পুরোহিত ইয়াজার শাহর অরা জাদুকরের সঙ্গে দেখা করে সোলায়মানকে জাদুটোনা করে বশ মানাতে বলে। অরা জাদুকর জাদুর সাহায্যে প্রাচীন মিসর থেকে জাদুবিদ্যা শিখে সোলায়মানের গর্ভবতী স্ত্রীকে হত্যা করে। হজরত সোলায়মান এই শোকে পাথর হয়ে কুফরি জাহেল এই সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এদিকে জাবুলুন শহরের তীরবর্তী এলাকায় আবারও শয়তান-জিনরা আক্রমণ করে এবং লোকজনকে হত্যা করে। কিন্তু এবার সোলায়মান নবি অনুসারীদের সাহায্যে এখান থেকে জিনদের সমূলে বিনাশ ও বন্দি করেন। ওই সময় জেরুজালেমে ইয়াজার পুরোহিত ও তার দল বিদ্রোহ করে সোলায়মানের সিংহাসন দখল করতে চায়। তখন সোলায়মান জেরুজালেম থেকে শত ক্রোশ মাইল দূরে ছিলেন; কিন্তু খোদার আদেশে প্রচণ্ড তুফান শুরু হয়। এ তুফানে তার জাহাজ আসমানে উড়ে জেরুজালেমে পৌঁছে এবং পুরোহিত ও দুষ্টু জিনদের সঙ্গে তার ভয়ানক যুদ্ধ শুরু হয়।

বাহরানি চিত্রনাট্যে সোলায়মান এর বীরত্বগাথার গল্প সুবিন্যস্ত করেছেন। ইতিহাসের নানা বাঁকে বিভিন্ন গল্প থেকে বেছে একটি গল্পকে মূল উপজীব্য করেছেন। ভিডিও গ্রাফিকসে অসামান্য দক্ষতা দেখাতে পেরেছেন, যার ফলে দর্শক প্রথমবারের মতো ইরানি চলচ্চিত্রে হলিউডি অ্যাকশন ও বীরত্বের ছোঁয়া পাবেন। এ ক্ষেত্রে বাহরানি নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার। তবে বাহরানি বাদশাহ সোলায়মানের সিংহাসনে বসা বা আরোহণের একটি জাঁকজমকপূর্ণ চিত্র আঁকতে পারতেন। হয়তো ছবিটির

বাজেট বিবেচনায় সেদিকটি এড়িয়ে গেছেন। ইতিমধ্যে নবি সোলায়মান ও তাঁর রাজ্য নিয়ে বিভিন্ন দেশে অসংখ্য সিনেমা নির্মিত হয়েছে; তবে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এই সিনেমাটিতে গল্প ও পোশাক-পরিচ্ছদ অত্যন্ত শালীনভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

কিংডম অব সোলায়মান

পরিচালক
শাহরিয়ার বাহরানি

প্রযোজক
মুজতাবা ফারাভারদে

লেখক
শাহরিয়ার বাহরানি

কলাকুশলীবৃন্দ
আমিন জিন্দেগানি (হজরত সোলায়মান)
মাহমুদ পাক নিয়্যাত (ইয়াজার)
এলহাম হামিদি (মিরিয়াম)
মাহদি ফাকিহে (অরা জাদুকর)
জাভাদ তাহিরি (আব সালেম)
হুসাইন মাহজুব
জাহরা সায়িদি
আলিরেজা কামালি নেজাদ

মিউজিক/সংগীত
চেন কুং ভিং (চীন)
আলোকচিত্র গ্রাহক
হামিদ খুজুয়ি আবিয়ানে

ফারসি থেকে বাংলা অনুবাদ
ড. মুমিত আল রশিদ
চেয়ারম্যান ও সহযোগী অধ্যাপক, ফারসি ভাষা ও
সাহিত্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

চিত্রলেখক
মাহমুদ রেজা মুয়িনি

পরিবেশনায়
ফারাবি সিনেমা ফাউন্ডেশন

কিংডম অব সোলায়মান